ভোরের কাগজ

NOV 29 2002

সার্ক বইমেলা উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা

সরকারের হস্তক্ষেপ ছাড়া গ্রন্থস্বত্ব আইন লঙ্ঘন রোধ সম্ভব নয়

কাগজ প্রতিবেদক : 'দক্ষিণ এশিয়ায় গ্রন্থস্বত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা বলেছেন, সরকারের সক্রিয় হস্তক্ষেপ এবং লেখক, প্রকাশক ও বই বিক্রেতাদের সমন্বিত অংশগ্রহণ ছাড়া গ্রন্থস্বত্ব আইন লঙ্ঘন রোধ করা সম্ভব নয়। তারা গ্রন্থস্বত্ব আইন মেনে চলতে সংশ্লিষ্ট সকলকে বাধ্য করা ও আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ারও সুপারিশ করেন।

একই সঙ্গে সার্কভুক্ত দেশগুলোর প্রতিনিধিরা সংশ্লিষ্ট দেশের গ্রন্থ বিকাশে আধুনিক গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য বলে মতামত দিয়েছেন। তারা বলেছেন, সার্কভুক্ত দেশের গ্রন্থ বিকাশে গ্রন্থাগারের পাশাপাশি বইমেলা, জাতীয় গ্রন্থনীতি সংশোধন, বই বাজার তৈরি, গ্রন্থ প্রকাশে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারসহ গ্রন্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বিত কার্যক্রম প্রয়োজন। বিশেষ করে বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগারগুলোকে বই সংগ্রহে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার ওপর জোর দিয়েছেন তারা।

গতকাল শনিবার সকালে প্রথম সার্ক বইমেলা উপলক্ষে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠক ও সেমিনারে সার্কভুক্ত দেশগুলোর প্রতিনিধিরা এ মতামত ব্যক্ত করেন। রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকের বিষয় ছিল 'দক্ষিণ এশিয়ায় গ্রন্থস্বত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি'। এতে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশের প্রতিনিধি ইউনিভার্সিটি পাবলিশার্স লিঃ-এর স্বত্বাধিকারী মহিউদ্দিন আহমেদ। একই অনুষ্ঠানে 'সার্ক গ্রন্থ বিকাশে গ্রন্থাগারের ভূমিকা' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বাংলাদেশের প্রতিনিধি শামসুল ইসলাম খান।

'দক্ষিণ এশিয়ায় গ্রন্থস্বত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধি আবুল বাসার বলেন, সার্কভুক্ত দেশগুলোতে কখনোই এই আইনটি যথাযথভাবে মেনে চলা হয় না। লেখক, প্রকাশক ও বই বিক্রেতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অত্যন্ত সচেতনভাবে তা মেনে চলা উচিত। তিনি এর জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ, আইন লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, বই ব্যবসায়ীদের আইন মানতে উদ্বুদ্ধকরণসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির ওপর জোর দেন।

ভারতের প্রতিনিধি তাপস সাহা গ্রন্থস্বত্ব আইন কার্যকরী করতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি সাধারণ নীতিমালা ও প্লাটফর্মের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তিনি বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বই আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে সংখ্যাগত সমতা থাকা উচিত। পাকিস্তানের প্রতিনিধি ইকবাল চিমা বলেন, গ্রন্থস্বত্ব আইন মানতে বাধ্য করার আগে প্রত্যেকেরই জানা উচিত সংশ্লিষ্ট দেশে কতোগুলো বই প্রকাশিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট আইনের ক্ষেত্রে বৈদেশিক নীতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন বাংলাদেশের প্রতিনিধি আবু বকর সিদ্দিক।

এ ছাড়াও উক্ত গোলটেবিল বৈঠকে নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির পরিচালক আনিস উদ্দিন মিয়া, পরিচালক কাজী মাজেদ প্রমুখ।

অন্যদিকে, 'সার্ক গ্রন্থ বিকাশে গ্রন্থাগারের ভূমিকা' শীর্ষক মূল প্রবন্ধে শামসুল ইসলাম খান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি তার প্রবন্ধে গ্রন্থ বিকাশে গ্রন্থাগার এবং এডিটিং ও প্রকাশনা সংস্থার ভূমিকা, তথ্য প্রযুক্তির উন্নতি সাধন, বই বাণিজ্যের উদ্যোগে বইমেলায় অংশ নেওয়া, নতুন নতুন বই বাজার তৈরিসহ অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের ওপর গভীরভাবে আলোকপাত করেন।

সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধে শামসুল ইসলাম খান বলেন, গ্রন্থ বিকাশে গ্রন্থাগারগুলোর ভূমিকা শুধু বই সংগ্রহই নয়, সংগৃহীত বইয়ের গুণগত ও সংখ্যাগত বিষয়ও বিবেচনায় আনা। তিনি সার্কভুক্ত দেশে গ্রন্থ বিকাশে পারস্পরিক সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন। গ্রন্থ বিকাশে ইউনেস্কো গৃহীত বেশ কিছু পদক্ষেপের কথাও বলেন প্রবন্ধকার। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো হলো বইয়ের নান্দনিক ও উৎকর্ষতা, গ্রন্থ প্রকাশে কাঁচামালের যোগান নিশ্চিতকরণ, বিতরণ ও বিক্রি, সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা আনয়ন ও প্রশিক্ষণ দেওয়া, পাঠক বৃদ্ধি করা, আইনগত জ্ঞান অর্জন ইত্যাদি। তিনি বলেন, এগুলোর সমন্বিত রূপই গ্রন্থ বিকাশের একমাত্র উপাদান। তিনি প্রবন্ধে ১৯৯৬ সালে সার্কভুক্ত দেশগুলোর বই আমদানি-রপ্তানি ও প্রকাশিত বইয়ের একটি পরিসংখ্যানও সংযুক্ত করেন। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ঐ বছর সবচেয়ে বেশি বই প্রকাশ করেছে ভারত ১১ হাজার ৯০৩টি। এরপর অন্যান্য দেশের প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা হলো— শ্রীলঙ্কা ৪ হাজার ১১৫টি ও বাংলাদেশ ২ হাজার ৬৩৭টি। ঐ বছর ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল ও পাকিস্তান কোনো বই প্রকাশ করেনি বলে প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়।